Times Today BD

জেলা প্রতিনিধি | দেশজুড়ে | 09 May, 2025

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত হিসেবে ভুয়া জুলাইযোদ্ধা তালিকাভুক্তির প্রতিবাদ করায় নরসিংদীতে মিনহাজুর রহমান শ্রাবণ (১৭) নামে এক কলেজশিক্ষার্থীকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইভা আলমের স্বামী এবং স্থানীয় ইউপি সচিব শাহ আলম ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার (৮ মে) দিবাগত রাতে পৌর শহরের বিলাসদি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।ঘটনার পর শুক্রবার (৯ মে) সকাল থেকেই ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে।

মিনহাজুর রহমান শ্রাবণ নামে ভুক্তভোগী ওই শিক্ষার্থী নরসিংদী সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র।সে বাশাইল এলাকার বাসিন্দা মানিক মিয়া ছেলে। অপরদিকে অভিযুক্তরা হলো, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইভা আলমের স্বামী এবং সদর উপজেলার মেহেরপাড়া ইউনিয়নের ইউপি সচিব শাহ আলম, তার ভাই শাহেদ হোসেনসহ অন্তত ২০ জন।যারা সবাই আওয়ামী লীগ ক্যাডার।

আহত ওই শিক্ষার্থীর সহপাঠী ও পরিবারের সদস্যরা জানান, নরসিংদী সদরের মেহেরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শাহ আলমের পরিবার দীর্ঘ বছর ধরেই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।তার স্ত্রী ইভা আলম নরসিংদী জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন , ৫ আগস্টের পর জুলাই আন্দোলনে আহতদের তালিকা প্রস্তুতের সময় আন্দোলনে অংশ না নিয়েও জেলা আওয়ামী মহিলা লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক ইভা আলম ও শাহ আলম দম্পতির কন্যা রাইসা আলমের নাম জুলাইযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।এরপর ভুক্তভোগী মিনহাজসহ নরসিংদী সরকারি কলেজ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা জুলাইযোদ্ধাদের তালিকায় আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারের দোসরদের তালিকাভুক্তি ও প্রকৃত যোদ্ধাদের নাম না আসার প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আবেদন করে। সম্প্রতি বিষয়টি আলোচনায় আসলে জুলাইযোদ্ধাদের অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে আহত হিসেবে অনুদান পায়নি আওয়ামী লীগ নেত্রীর মেয়ে রাইসা।এরপর থেকেই, জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করা শিক্ষার্থীদের হুমকি দিয়ে আসছিলো আওয়ামী লীগ নেত্রী ইভা আলম ও শাহ আলম দম্পতির পরিবার।

সবশেষ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০ টার দিতে বন্ধুকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে নিজ বাড়ি ফেরার পথে জেলা মহিলা লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইভা আলমের স্বামী শাহ আলম ও তার ভাই শাহেদ হোসেন দলবল নিয়ে মিনহাজুর রহমান শ্রাবণের ওপর হামলা করে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।পরে এলাকাবাসীর সহায়তায় তাকে নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাকে ঢাকা মেডিক্যালে পাঠায় জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং জুলাইযোদ্ধা সাজিদ নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, গুরুতর আহত মিনহাজুর রহমান শ্রাবণসহ আমরা জুলাই আন্দোলনে অংশ নিলেও মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রীর কন্যা রাইসা আলম জুলাই আন্দোলনে অংশ নেয়নি। তবু তার নাম জুলাইযোদ্ধাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেকোনোভাবে। আমরা সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য আবেদন করেছি মাত্র। এরপর থেকেই আমিসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আর গত রাতে আমাদের সহপাঠী এবং জুলাই আন্দোলনের সহযোদ্ধা শ্রাবণকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা।

এই ঘটনায় অভিযুক্ত শাহ আলম ও তার পরিবারের কারও সঙ্গেই যোগাযোগ করা যায়নি। কল দিলে মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

মামলা ও গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে শুক্রবার (৯ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হকের মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। তবে থানার ডিউটি অফিসারের দায়িত্বে থাকা এএসআই নজরুল জানান, এই ঘটনায় মোট চার জন আটক আছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নরসিংদী জুলাইযোদ্ধা

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 27 June, 2025 15:41

URL: https://www.timestodaybd.com/public/across-the-country/7975202186